মহাকবি কালিদাস।

শ্রীরামদাসসেন-

প্রণীত ও প্রকাশিত।

"কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে।"

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে
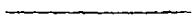
ষ্ট্যানহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১২৭৯ সাল।

"यस्याश्चोरश्चिकुर निकरःकर्णपुरोमयूरो-
भासो हासःकविकुलगुरुः कालिदासोविलासः।
हर्षो हर्षो हृदयवसतिः पञ्चबाणस्तुबाणः
केषांनैषाकथय कविताकामिनी कौतुकाय॥"

प्रसन्नराघव नाटक।

"Kaledása, the celebrated author of the Sakoontalá, is a masterly describer of the influence which Nature exercises upon the mind of the lovers

*   *   *   *   *   *   *

Tenderness in the expression of feeling and richness of creative fancy have assigned to him his lofty place among the poets of all nations."—ALEXANDER VON HUMBOLDT

বিজ্ঞাপন।

আমি "বঙ্গদর্শনের" সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে দুষ্প্রাপ্য বিবিধ সংস্কৃত এবং ইংরাজী গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের প্রাচীন বিবরণ বঙ্গভাষায় সংকলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এই প্রস্তাবের উপক্রমণিকা ভাগ, "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সমালোচন" বঙ্গদর্শনের সংখ্যাদ্বয়ে প্রকাশ হইয়া, কতিপয় বান্ধবের অনুরোধে ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। একণে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এক একটী বিষয় লিখিত হইবে। প্রথমে মহাকবি কালিদাসের জীবনচরিতের প্রস্তাব আরম্ভ হইল। উহা অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশ করিয়া, বান্ধবগণকে উপহার দিবার জন্য পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম। এবারে কোন কোন অংশ সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত, ও পরিবর্দ্ধিত হইল।

তাং ২৬এ কার্ত্তিক,
১২৭৯ সাল।

শ্রীরামদাস সেন,
সাং বহরমপুর।

কালিদাস*

মহাকবি কালিদাসের নাম ভুবন-বিখ্যাত। তাঁহাকে ভারতীয় কালিদাস বলিলে অপমান করা হয়। শেক্ষপিয়র যেরূপ সুমধুর কবিতার নির্ম্মল প্রস্রবণে জাগতিক মানবগণের মন সিক্ত করিয়াছেন, কালিদাসের কবিতাও তদ্রূপ সকলের হৃদয় কন্দরে প্রেমবারি সিঞ্চন করিয়াছে। কি স্বদেশীয়, কি বিদেশীয়, যিনি এক বার কালিদাসের মধুমাখা অমূল্য কবিতাকলাপ পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে জাতিভেদ ভুলিয়া তাঁহাকে "আমাদিগের কবি কালিদাস" বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতি

---

* "মেঘদূতম্" মহাকবি কালিদাস বিরচিতম্। মল্লিনাথ সূরি বিরচিত সঞ্জীবনী টীকা সমেতম্। বহুল গ্রন্থ সঙ্কলিত সদৃশ ব্যাখ্যা সহিতম্ পাঠান্তরৈশ্চ কাশ্মীরীয় দ্বিজ শ্রীপ্রাণনাথ পণ্ডিতেন প্রকাশিতম্ ভাষান্তরিতঞ্চ। কলিকাতা।

"কুমার-সম্ভবম্।" সপ্তমসর্গান্তম্। মহাকবি কালিদাস কৃতম্। শ্রীমল্লিনাথ সূরিবিরচিতয়া সঞ্জীবনী সমাখ্যয়া ব্যাখ্যয়া গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত পাঠশালাধ্যাপক শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ভট্টাচার্য্যকৃত অর্দ্ধটীকাধৃত ব্যাকরণসূত্র বিবরণোদ্ভাসিতয়াবিতম্ তেনৈব সংস্কৃতম্। কলিকাতা।

প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ অত্যাল্পকালের মধ্যে ইংরাজী, জর্ম্মণ, ফরাসীশ, দেন, এবং ইত্যালীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল অনুবাদ সাদরে সহস্র২ ব্যক্তি পাঠ করিয়া রচয়িতার অসামান্য ক্ষমতার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন, এবং অনুবাদকগণ আমাদিগের চতুষ্পাঠীর ভট্টাচার্য্যগণ অপেক্ষাও কালিদাসের কবিতার বিমল রসাস্বাদনে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ জোন্স্, উইলসন, লাসেন, উইলিয়মস্, হ্বিএটস্, ফসি, ফোকক্স্, সেজি এবং অদ্বিতীয় জর্ম্মণ কবি ও পণ্ডিত গেটে ও বহুবিদ্যাবিশারদ শ্লেগল এবং হমবোল্ট কালিদাসকে কবিশ্রেষ্ঠ-পদ প্রদান করিয়া ইউরোপ খণ্ডে তাঁহার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন। গেটে—জর্ম্মণদেশীয় একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। জর্ম্মণদেশের ত কথাই নাই, ইংলণ্ডে কারলাইলের ন্যায় লেখক-চূড়ামণি তাঁহার গ্রন্থ পাঠে মোহিত হইয়াছেন, এমন কি, তাঁহার মতে শেক্ষপিয়রের "হামলেট্" অপেক্ষা গেটের "ফষ্ট" এক খানি উৎকৃষ্ট নাটক। বায়রণ তাহার ছায়ামাত্র লইয়া "ম্যানফ্রেড" রচনা করিয়াছেন, সুতরাং গেটে এক জন সাধারণ কবি নহেন। তাঁহার মত প্রধান কবি, কালিদাসের কবিত্ব

শক্তির প্রশংসা করিলে সে কথা গুরুতর বোধ করিতে হয়। তিনি উইলিয়ম্ জোন্স কৃত ইংরাজী অনুবাদের জর্ম্মণ অনুবাদ পাঠে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছেন, "যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী, এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে, হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।"* এক জন বিদেশীয় কবি শকুন্তলার এতাদৃশ প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যথার্থ কবিত্ব রস-পানে এক কালে বিমূঢ়—তাঁহারা নস্য লইয়া গম্ভীরস্বরে কহিবেন, "মাঘ উৎকৃষ্ট কাব্য।"† তাঁহারা চতুষ্পাঠীতে ছাত্রগণকে কালিদাসকৃত কোন কাব্য পাঠ করিতে না দিয়া ব্যাকরণের সঙ্গে "ভট্টী" ও "নৈষধ" পড়িতে উপদেশ দিয়া থাকেন। এক্ষণে

---

* সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব।

"Willst du die Blüthe des frühen, die Früchte des spateren Jahres,
Willst du was reizt und entzückt, willst du was sättigt und nährt,
Willst du den Himmel, die Erde, mit einem Namen begreifen;
Nennich Sakontala Dich, und so ist Alles gesagt"—Goethe

† উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ।

সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ ভিন্ন কালিদাসের গ্রন্থের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাদৃক্ আদর করেন না—এমন কি,এক ব্যক্তি "মেঘদূত" অপেক্ষা জীব গোস্বামীর "গোপাল-চম্পূ" নামক আধুনিক অপকৃষ্ট কাব্যের প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এ সকল বঙ্গদেশীয়গণের কথা—পশ্চিম প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় কবিগণের মধ্যে কালিদাসকে সর্ব্বোচ্চাসন প্রদান করেন। বোম্বাই প্রদেশস্থ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভাওদাজী কালিদাসের শুদ্ধ কবিতা পাঠে ক্ষান্ত না হইয়া, বহু পরিশ্রম ও বহ্বায়াস স্বীকার করতঃ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও তাম্রশাসন পত্র হইতে তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রস্তাব প্রামাণিক বোধ করিয়া কোন কোন অংশ গ্রহণ করিলাম।

কালিদাস বিখ্যাত-নামা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী ছিলেন, ইহা ভিন্ন তাঁহার প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্তসংক্রান্ত অন্য কোন বিবরণ সাধারণ লোকে অবগত নহেন। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতাভিমানী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে লম্পট স্থির করিয়া উলঙ্গ আদিরস ঘটিত কবিতাবলী তাঁহার নামে প্রচার করিয়া থাকেন। চতুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ যুবকেরা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করিয়াই এ সকল উদ্ভট শ্লোক

অভ্যাস করিয়া ধনিগণের মনোরঞ্জন করতঃ বার্ষিকী গ্রহণ করেন। ফলে এ সকল উদ্ভট কবিতা কালিদাসের কৃত নহে, আধুনিক কবি-রচিত। "প্রফুল্ল-জ্ঞাননেত্র" নামক একখানি বাঙ্গালা পদ্যময় বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে কালিদাসের জীবনচরিত্র মধ্যে প্রচলিত রসিকতা জনক কাল্পনিক গল্প প্রকাশ করিয়া, গ্রন্থকার স্বীয় কলুষিত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি ইংরাজী ভূমিকা সহ যে একখানি "রঘুবংশ" সটীক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতেও এই সকল কাল্পনিক গল্প সংকলিত হইয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম।

কালিদাস কোন গ্রন্থেই আপন পরিচয় কিছুই প্রকাশ করেন নাই। লিখিত আছে যে ;—

> ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকোমরসিংহ শঙ্কু
> বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ
> খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভাযাং
> রত্নানি বৈ বররুচির্নববিক্রমস্য ॥

এই মাত্র নবরত্নের পরিচয়ে তাঁহার পরিচয়। "অভিজ্ঞান শকুন্তল" গ্রন্থকর্ত্তার এই পরিচয়ে কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। সুতরাং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থে তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

প্রায় পাঁচশত বৎসর বিগত হইল, কোলাচল মল্লিনাথ সূরি কালিদাসের কাব্যসমূহের টীকা রচনা করেন; তাঁহার টীকা, দক্ষিণাবর্ত্ত নাথের টীকা দৃষ্টে রচিত হয়। কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

ভাষাতত্ত্ববিৎ লাসেন কহেন, কালিদাস দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন। লাসেন লাট প্রস্তর-ফলকে সমুদ্রগুপ্তের "কবিবন্ধু," "কাব্যপ্রিয়," প্রভৃতি প্রশংসাবাদ দৃষ্টে কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাসকে তাঁহার সভাসদ্ বিবেচনা করিয়াছেন।

"বেনট্লি, মসুর পাভির "জর্নেল এসিয়াটীক" নামক পত্রিকায় "ভোজপ্রবন্ধের" ফরাশীস অনুবাদ ও "আইন আকবরী" দৃষ্টে লিখিয়াছেন, ভোজ রাজার ৮০০ শত বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস বর্ত্তমান ছিলেন। একথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। বেনট্লি স্বীয় গ্রন্থে এরূপ অনেক প্রলাপ বাক্য লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তাঁহাকে হিন্দুদিগের ইতিহাস বিষয়ে সম্পূর্ণ মূঢ় বিবেচনা হয়।" কর্ণেল উইলফোর্ড, প্রিন্সেপ ও এলফিনিষ্টন লিখিয়াছেন, কালিদাস প্রায় ১৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

"ভোজপ্রবন্ধের" প্রমাণানুসারে গুজরাট, মালওয়া এবং দক্ষিণের পণ্ডিতগণ কহেন, কালিদাস ১১০০

খ্রীষ্টাব্দে মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র উজ্জয়িনী-নিবাসী ভোজ-রাজের সভাসদ্ ছিলেন। উজ্জয়িনীর রাজপাটে কতিপয় বিক্রমাদিত্য ও ভোজ আসীন হইয়াছিলেন; তাহার মধ্যে শেষ ভোজ নৃপতির রাজ্য কাল ১১০০ খ্রীষ্টাব্দ স্থির হইয়াছে, এবং ইহাতে বোধ হয়, শেষ বিক্রমাদিত্যকে ভোজ বলিত, ও তাঁহার নবরত্নের সভা ছিল। আমরা স্বয়ং " ভোজপ্রবন্ধ " পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে লিখিত আছে, মালব দেশান্তর্গত ধারানগরাধিপ ভোজ, সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের ভ্রাতুষ্পুত্র। শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে তাঁহার পিতৃব্য মুঞ্জ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এবং ভোজ তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া বহু বিদ্যা অর্জন করেন। ভোজ ক্রমে বিখ্যাত হওয়াতে, তাঁহার খুল্লতাত তদ্দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, এবং কি প্রকারে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবেন, এই ভয়ানক চিন্তা তাঁহার হৃদয় কন্দরে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। স্বীয় করদ নৃপতি বৎসরাজকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া আপন দুষ্ট অভিসন্ধি জ্ঞাপন করতঃ ভোজকে অচিরে অরণ্য মধ্যে বিনাশ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি ভোজকে গোপন রাখিয়া পশু শোণিতে লোহিতবর্ণ

অসি, মুঞ্জ ভূপকে উপহার দিলেন। তদ্দৃষ্টে তিনি সানন্দচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভোজ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছে? বৎসরাজ তচ্ছ্রবণে একটি পত্রোপরি লিখিয়া দিলেন—"মান্ধাতা, যিনি কৃতযুগে নৃপকুলের শিরোমণি স্বরূপ ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাবণারি রামচন্দ্র, যিনি সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করেন, তিনি কোথায়? এবং অন্যান্য মহোদয়গণ এবং রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গারোহণ করিয়াছেন কিন্তু পৃথিবী কাহার সহিত গমন করেন নাই, এবারে তিনি আপনার সহিত রসাতলগামিনী হইবেন।" ইহা পাঠ করিবামাত্র মুঞ্জের শরীর রোমাঞ্চিত হইল, এবং ভোজের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তৎপরে তিনি জীবিত আছেন শুনিয়া বৎসরাজ দ্বারা তাঁহাকে আনাইয়া, ধারা রাজ্য প্রদান করণান্তর, ঈশ্বরারাধনা নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ভোজ পিতৃসিংহাসন পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া অসংখ্য পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া আনাইয়াছিলেন। আমরা "ভোজপ্রবন্ধে" কালিদাসের নামসহ নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণের নাম প্রাপ্ত হইয়াছি:—

কর্পূর, কলিঙ্গ, কামদেব, কোকিল, শ্রীদচন্দ্র, গোপাল-দেব, জয়দেব, (প্রসন্নরাঘব গ্রন্থকার) তারেন্দ্র, দামোদর সোমনাথ, ধনপাল, বাণ, ভবভূতি, ভাস্কর, ময়ূর, মল্লি-

নাথ, মহেশ্বর, মাঘ, মুচকুন্দ, রামচন্দ্র, রামেশ্বরভক্ত, হরিবংশ, বিদ্যাবিনোদ, বিশ্ববসু, বিষ্ণুকবি, শঙ্কর, সহদেব, শুক, সীতা, সীমন্ত, সুবন্ধু ইত্যাদি।

পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, বল্লালসেন, "ভোজপ্রবন্ধ" ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন, ইহাতে বোধ হয়, তিনি, ভোজরাজ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন বিবেচনায়, তাঁহার সম্মান বৃদ্ধির জন্য কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি কবিগণকে কেবল অনুমান করিয়াই ভোজের সভাসদ্ স্থির করিয়াছেন। "ভোজপ্রবন্ধে" এই সকল কবির নাম পাওয়া যায়, সুতরাং উহা প্রামাণিক গ্রন্থ কি প্রকারে বলিব? এই ভোজরাজ "চম্পূরামায়ণ," "সরস্বতী কণ্ঠাভরণ," "অমরটীকা," "রাজ-বার্ত্তিক," "পাতঞ্জলিটীকা," এবং "চারুচার্য্য" রচনা করেন। এই গ্রন্থের একখানির মধ্যেও তিনি কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির নামোল্লেখ করেন নাই।

"বিশ্বগুণাদর্শ" গ্রন্থকার বেদান্তাচার্য্য কালিদাস, শ্রীহর্ষ এবং ভবভূতি এক সময়ে ভোজরাজের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন লিখিয়াছেন, যথা ;—

মাঘশ্চোরো ময়ূরো মুররিপুরপরো ভারবিঃ সারবিদ্যঃ।
শ্রীহর্ষঃ কালিদাসঃ কবিরথ ভবভূত্যাদয়ো ভোজরাজঃ॥

কিন্তু ইহাতে তিনিও "ভোজপ্রবন্ধ" প্রণেতা বল্লালের

ন্যায় মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন, কেননা শ্রীহর্ষ কালিদাস, এবং ভবভূতি এককালে বর্ত্তমান ছিলেন না, এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতবর্ষীয় অনেক নৃপতির নাম বিক্রমাদিত্য ছিল। উজ্জয়িনীর অধীশ্বর বিক্রমাদিত্য যে ৫৭ খ্রীঃ পুঃ শকদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া সম্বৎ স্থাপিত করেন, তাঁহার রাজসভা কালিদাস উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, দেখিতে হইবে। হম্‌বোল্‌ট বলেন, কবিবর হোরেশ এবং বর্জ্জিল কালিদাসের সমকালিক ছিলেন, এ কথা অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিতে স্বীকার করেন। কর্ণেল টড "রাজস্থানের ইতিহাস" মধ্যে লিখিয়াছেন, "যত দিবস হিন্দু সাহিত্য বর্ত্তমান থাকিবে, তত কাল ভোজ প্রমর ও তাঁহার নবরত্নের কখন লোপ হইবেক না।" কিন্তু বহুগুণ-মণ্ডিত তিন জন ভোজ রাজের মধ্যে কাহার নবরত্ন সভা ছিল, একথা বলা দুরূহ। কর্ণেল টড তিন জন ভোজ রাজের সম্বৎ ৬৩১। ৭২১ এবং ১১০৫. এই তিন পৃথক পৃথক কাল নিরূপণ করিয়াছেন।

"সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি," "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" ও "বিক্রম চরিত" মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুবিধ অলৌকিক গল্পে পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে ঐতিহাসিক কোন

সত্য প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ। মেরু তুঙ্গকৃত "প্রবন্ধ চিন্তামণি" এবং রাজ শেখরকৃত "চতুর্বিংশতি প্রবন্ধ" মধ্যে বিক্রমাদিত্যকে, শৌর্য্য বীর্য্যশালী, মহাবল, পরাক্রান্ত নৃপতি বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নবরত্নের ও কালিদাসের বিশেষ বিবরণ কিছুই নাই।

জৈনগ্রন্থ মধ্যে দৃষ্ট হয় যে জনৈক সিদ্ধসেন সূরি নামক জৈন পুরোহিত বিক্রমাদিত্যের উপদেষ্টা ছিলেন। একথা কত দূর সঙ্গত, আমরা বলিতে পারি না। অন্য এক জন জৈন-লেখক কহেন, ৭২৩ সম্বতে ভোজ রাজের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে বহু সংখ্যক লোক বসতি করে। ইনি এবং বৃদ্ধ ভোজ উভয়ে বৌদ্ধ ছিলেন। এসকল জৈন গ্রন্থ হইতে সংকলন করা হইল। সংস্কৃত অন্যান্য গ্রন্থে এসকল প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বৃদ্ধ ভোজ মনাতুঙ্গ সূরির শিষ্য ছিলেন। মনাতুঙ্গ,—বাণ ও ময়ূরভট্টের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য ছিলেন। বাণ-কৃত "হর্ষচরিত" পাঠে অবগত হওয়া যায়, তিনি সপ্তশত খ্রীষ্টীয় অব্দে শ্রীকণ্ঠাধিপতি হর্ষবর্দ্ধনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ইনিই কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য এবং ইহাঁর নিকট চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াঙ সিয়াঙ আহূত হইয়াছিলেন। কবি বাণ,

হিয়াঙ সিয়াঙ কৃত গ্রন্থ পাঠে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করেন। হর্ষবর্দ্ধনের সহিত চৈনিকাচার্য্যের সাক্ষাৎ "যবন প্রোক্ত পুরাণ" হইতে "হর্ষ-চরিতে" সংগৃহীত হইয়াছে।

"কথা সরিৎসাগরের" ১৮ অধ্যায়ে মহর্ষি কণ্ব নরবাহন দত্তকে বিক্রমাদিত্যের উপন্যাস বলিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য পাঁচ শত খ্রীষ্টীয় অব্দে নরবাহন দত্তের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অধীশ্বর ছিলেন। নরবাহন দত্ত জৈনগ্রন্থ, "কথা সরিৎসাগর" ও "মৎস্য পুরাণের" মতানুসারে শতানিকের পৌত্র।

নাসিক প্রস্তরফলকে বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাঁকে নভাগ নহুষ, জনমেজয়, যযাতি এবং বলরামের ন্যায় বীর বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাঠকবর্গ দেখুন, বিক্রমাদিত্যকে লইয়া কি রূপ গোলযোগ উপস্থিত। লোকে এক জন বিক্রমাদিত্য জানিত, এক্ষণে ভারতবর্ষের ইতিহাস মধ্যে কত জন বিক্রমাদিত্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমাদিগের শক-প্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের বিবরণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং তাঁহার সহিত নবরত্নের অমূল্য রত্ন, কবিচক্র-চূড়ামণি কালিদাসের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানিতে হইবে, সেটি বড় সহজ ব্যাপার

নহে, কাজে কাজে ঐতিহাসিক অন্যান্য কথা উত্তম রূপ সামঞ্জস্য করিয়া লিখিতে হইতেছে।

শ্রীদেবকৃত "বিক্রমচরিতে" লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য শেষ তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানের নির্ব্বাণের ৪৭০ বৎসর পরে উজ্জয়িনীর অধিপতি ছিলেন। ইনিই শকাব্দা স্থাপন করেন। এগ্রন্থে কালিদাসের উল্লেখ মাত্র নাই।

পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি কহেন, "জ্যোতির্বিদাভরণ" নামক কাল-জ্ঞান-শাস্ত্র, মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ, কুমারসম্ভব এবং মেঘদূত রচনার পরে, ৩০৬৮ কলি গতাব্দে লিখেন। এবিষয়টি "মেঘদূত" প্রকাশক বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয়ও ইংরাজী ভূমিকায় লিখিয়াছেন। কিন্তু "জ্যোতির্বিদাভরণ" যে রঘুকার কালিদাস প্রণীত, এবিষয় অন্য কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের মত-পরিপোষক, "জ্যোতির্বিদাভরণের" কতিপয় শ্লোক হইতে কালিদাসের বিবরণ নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি,—

"আমি এই গ্রন্থ শ্রুতি-স্মৃতি অধ্যয়নে প্রফুল্লকর এবং ১৮০ নগরীসমন্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালব প্রদেশে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে রচনা করিয়াছি।

শঙ্কু, বররুচি, মণি, অংশুদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি,

ঘটকর্পর, অমরসিংহ, এবং অন্যান্য কবিগণ তাঁহার সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ৮।

সত্য, বরাহমিহির, শ্রীত সেন, শ্রীবাদ রায়ণী, মণিথ, কুমার সিংহ এবং আমি ও অপর কয়েক ব্যক্তি জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলাম। ৯।

ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, ও সুবিখ্যাত বরাহ মিহির এবং বররুচি বিক্রমের নবরত্নের অন্তর্বর্ত্তী। ১০।

বিক্রমের সভায় ৮০০ শত মাণ্ডলিক অর্থাৎ ক্ষুদ্র রাজা আগমন করিতেন এবং তাঁহার মহাসভায় ১৬জন বাগ্মী, ১০ জন জ্যোতির্ব্বেত্তা, ৬ ব্যক্তি চিকিৎসক, এবং ১৬ ব্যক্তি বেদপারগ পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন। ১১।

তাঁহার সৈন্য অষ্টাদশ যোজন ব্যাপক স্থলে বাস করিত। তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতিক এবং দশ কোটি অশ্বারোহী ছিল, এবং ২৪৩০০ হস্তী এবং ৪০০০০০ নৌকা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। তাঁহার সঙ্গে অন্য কোন ভূপতির তুলনা করা অসম্ভব। ১২।

তিনি ৯৫ শক নৃপতিকে সংহার করিয়া পৃথ্বীতলে বিখ্যাত হইয়া, কলিযুগে আপন অব্দ স্থাপন করেন। এবং তিনি প্রত্যহ মণি, মুক্তা, স্বর্ণ, গো, অশ্ব, এবং হস্তী দান করিয়া ধর্ম্মের মুখোজ্জ্বল করিতেন। ১৩।

তিনি দ্রাবিড়, লতা, এবং গৌড়দেশীয় রাজাকে পরাজিত, গুজ্জর দেশ জয়, ধারানগরীর সমুন্নতি এবং কাম্বোজাধিপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। ১৪।

তাঁহার ক্ষমতা ও গুণাবলী ইন্দ্র, অম্বুধি, অমরক্ষ, সর, এবং মেরুর ন্যায় ছিল। তিনি প্রজাগণের প্রীতিপ্রদ ভূপতি ছিলেন ও শত্রুগণ জয় করিয়া, দুর্গ পুনঃ প্রদান করত তাহাদিগকে বাধ্য করিতেন। ১৫।

প্রজাবর্গের সুখকরী, ও মহাকালের অধিষ্ঠানে সুবিখ্যাতা উজ্জয়িনী নগরী তিনি রক্ষা করেন। ১৬।

তিনি মহাসমরে রুমাধিপতি শক নৃপতিকে পরাজয় করণান্তর বন্দী রূপে উজ্জয়িনী নগরীতে আনয়ন করত পরে স্বাধীন করেন। ১৭।

এই রূপ বিক্রমাদিত্যের অবন্তী শাসন সময়ে প্রজাবর্গ সুখ সচ্ছন্দে বৈদিক নিয়মানুসারে কাল অতিবাহিত করিত। ১৮।

শঙ্কু ও অন্যান্য পণ্ডিত এবং কবিগণ তথা বরাহমিহির প্রভৃতি জ্যোতির্বিদ্‌গণ তাঁহার রাজসভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমার পাণ্ডিত্যের সম্মান করিতেন এবং রাজাও আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। ১৯।

আমি প্রথমে রঘু প্রভৃতি তিন খানি কাব্য রচনা

করিয়া, বৈদিক "শ্রুতি কর্ম্মবাদ" প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করতঃ এই "জ্যোতির্বিদাভরণ" প্রস্তুত করিলাম। ২০।

আমি ৩০৬৮ কলি গতাব্দে, বৈশাখ মাসে এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে সমাপন করি। বহুবিধ জ্যোতির্ব্বিবরণ উত্তম রূপে পরিদর্শনান্তর আমি এইগ্রন্থ জ্যোতির্ব্বিদগণের মনোরঞ্জনার্থে সংকলন করিলাম। ২১।

পুনরায় গ্রন্থকার ২০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে লিখিয়াছেন, "এ পর্য্যন্ত কাম্বোজ, গৌড, অন্ধ্র, মালব ও সৌরাষ্ট্র দেশীয়গণ, বিখ্যাত দাতা বিক্রমের গুণ গান করিয়া থাকেন।"

"জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নবরত্নেরযে উল্লেখ আছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল। এই গ্রন্থ ১৪২৪ শ্লোকে সম্পূর্ণ। তর্ক বাচস্পতি মহাশয় এই গ্রন্থের প্রমাণ গ্রাহ্য করিয়াছেন, এবং তৎদৃষ্টে বাবু প্রাণনাথ পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বিক্রমাদিত্য ৫৬ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্তমান ছিলেন, ও কালিদাস স্বীয় তিন খানি কাব্য ৩২ খ্রীঃ পূঃ কিছু দিবস অগ্রে এবং "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ৩২ খ্রীঃ পূঃ ও নাটক সমূহ তৎপরে রচনা করেন। আমরা নে. ১০ সংখ্যক শ্লোক "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" হইতে

অবিকল কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়াছি। সেই শ্লোক এতদ্দেশীয় আপামর সাধারণ সকলেই আবৃত্তি করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা যে কোন্ গ্রন্থের শ্লোক, এ বিষয় অতি অল্প লোকে জানেন। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে বিক্রমাদিত্য ও নববত্নেব বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এক্ষণে পাঠকগণ বলিতে পারেন, কালিদাসপ্রণীত গ্রন্থে যখন জ্ঞাতব্য সকল বিবরণ অবগত হওয়া যাইতেছে, তখন অন্য গ্রন্থ দেখিবার প্রয়োজন কি? এ কথা সত্য; কিন্তু এখানি কি মহাকবি কালিদাসপ্রণীত।—কখনই নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয় অপেক্ষা কি অধিক পণ্ডিত যে তাঁহাব প্রমাণ অগ্রাহ্য করি—এ স্পর্দ্ধা আমাদিগের নাই। আমরা তর্কবাচস্পতি মহাশয়কে বিনীত ভাবে অনুরোধ করিতেছি, এক বার "রঘু," "কুমার" রচনার সহিত "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" রচনাপ্রণালীর তারতম্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন, মহাকবি কালিদাসের লেখনী এ গ্রন্থ কখনই প্রসব করে নাই। উহা অপর কোন কালিদাসকৃত। তিনি আপন গুণগরিমা বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থের অবতরণিকায় আপনাকে "নবরত্নের"

অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ভাওদাজী কহেন, এই দ্বিতীয় কালিদাস বিক্রমাদিত্যের ৭০০ শত বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন, এবং বহু প্রমাণ দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, ইনি জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী। পুনশ্চ, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণে" লিখিত আছে জিষ্ণু (ব্রহ্মগুপ্তের পিতা) বিক্রমাদিত্যের "নবরত্নের" সঙ্গে একত্রে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয়, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার উজ্জয়িনী নগরীতে ৬০০ শত খ্রীঃ অঃ যে হর্ষ বিক্রমাদিত্য রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে ভ্রমক্রমে সম্বৎকর্ত্তা বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছেন, এবং ঘটকর্পর যে এক জন কবি ছিলেন প্রকাশ আছে, তাহাতে বোম্বাই প্রদেশীয় পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, ঘটকর্পর নামে কোন কবি ছিলেন না। এবং "ঘটকর্পর" নামে যে ক্ষুদ্র কাব্য বর্ত্তমান আছে, তাহা কালিদাসকৃত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার কালিদাসের, মহাকবি কালিদাসের ও শকপ্রমর্দ্দক বিক্রমাদিত্যের পরিচয়ের সহিত পরস্পর অনৈক্য, এবং কাল নিরূপণও ঠিক হইতেছে না। সুতরাং এ কালিদাস, আমাদিগের অলোচ্য কবি কালিদাস নহেন। আর এক জন কালিদাস পাইয়াছি, তিনি "শক্র পরাভব" নামক জ্যোতিষ-শাস্ত্র-প্রণেতা। ইহাঁর গণক উপাধি ছিল।

১। "বৃত্তরত্নাবলী," "প্রশ্নোত্তরমালা," কালিদাসের নামে প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের রচনা-প্রণালী দৃষ্টে কালিদাসের কৃত বলিয়া কখনই বোধ হয় না।

২। পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "হাস্যার্ণব" নামক প্রহসন মহাকবি কালিদাসকৃত, কিন্তু উহা বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত জগদীশ্বর তর্কালঙ্কার-প্রণীত। আমরা অন্যত্রে ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

৩। মান্দ্রাজের পুস্তকালয়ে কালিদাসকৃত "নানার্থ-শব্দরত্ন" নামক কোষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা মহাকবি কালিদাসের কৃত নহে। কেননা "মেদিনী-কোষে" মেদিনীকর সমুদায় প্রাচীন কোষের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "নানার্থ শব্দরত্নের" নাম পাওয়া যায় না। যথা—

"উৎপলিনী শব্দার্ণব সংসারাবর্ত্তন মমালাখ্যান্।
তাণ্ডরিববরুচি শাশ্বত বোপালিত রন্তিদেব হরকোষান্॥
অমরশুভাঙ্ক হলায়ুধ গোবর্দ্ধন রভসপালকৃত কোষান্।
রুদ্রামরদত্তাজয়গঙ্গাধর ধরণি কোষাংশ্চ।
হারাবল্যভিধানং ত্রিকাণ্ডশেষঞ্চ রত্নমালাঞ্চ॥
অপি বহুদোষং বিশ্বপ্রকাশ কোষঞ্চ সুবিচার্য্য॥
বাভটমাধব বাচস্পতি ধর্ম্মব্যাড়িতারপালাখ্যান্।
অপি বিশ্বরূপ বিক্রমাদিত্য নামলিঙ্গানি সুবিচার্য্য॥
কাত্যায়ন বামনচন্দ্রগোমিরচিতানি লিঙ্গশাস্ত্রানি।
পাণিনিপদানুশাসনপুরাণ কাব্যাদিকঞ্চ সুনিরূচ্য॥"

৪। "নানার্থশব্দরত্ন" যদি কালিদাসকৃত বোধ হইত, তাহা হইলে অবশ্যই "অমর," "বিশ্বপ্রকাশ," ও "শব্দার্ণব," প্রভৃতি কোষে এবং "অমর কোষের" বিবিধ টীকায় তথা মল্লিনাথকৃত "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," প্রভৃতি কোন কাব্যের টীকায়, তাহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইত। "নানার্থশব্দরত্নের" একখানি "তরলা" নাম্নী টীকাও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহা নিচুল যোগীন্দ্র-প্রণীত। ইনি ভোজরাজের আজ্ঞায় টীকা রচনা করিয়াছেন। যথা:—

"ইতি শ্রীমন্ মহারাজ ভোজরাজ প্রবোধিত নিচুল কবি যোগীন্দ্র নির্মিতায়াং মহাকবি কালিদাস কৃত "নানার্থশব্দরত্ন" কোষরত্ন দীপিকায়াং তরলাখ্যায়াং প্রথমং (দ্বিতীয়ং বা তৃতীয়) নিবন্ধনং।"

৫। এই নিচুলযোগীন্দ্র যদি কালিদাসের সহধ্যায়ী নিচুল হয়েন, তাহা হইলে "নানার্থশব্দরত্ন" কবি কালিদাসের কৃত বলিলেও শোভা পায়। কিন্তু আমরা নিচুলের নামগন্ধও "ভোজচরিত" মধ্যে পাইতেছি না। ইহাতে কিপ্রকারে তাঁহাকে ভোজরাজের পার্ষদ বলিব?

৬। "ভাগার্থচম্পূ" গ্রন্থকার একজন কালিদাস। ইনি আপনাকে "অভিনব কালিদাস" নামে পরিচয় দিয়াছেন।
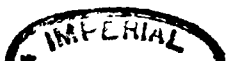
কর্ণেল উইল ফোর্ড বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "শত্রুঞ্জয়-মাহাত্ম্য" হইতে কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন প্রামাণিক বিষয় নাই। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য" জৈন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ধনেশ্বর সূরিবল্লভীরাজ শিলাদিত্য নৃপতির অনুমত্যানুসারে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে, "আমার (মহাবীর) তিন বৎসর পাঁচ মাস এবং পঞ্চদশ দিবস নির্ব্বাণের পরে ইন্দ্র নামক এক জন ধর্ম্মবিরোধী জন্ম গ্রহণ করিবে। তাহার পঞ্চমমর খ্যাতি হইবে। তাহার ৪৪৬ বৎসর ৪৫ দিবস পরে বিক্রমার্ক রাজ জন্মগ্রহণ করিয়া জিনের ন্যায় সিদ্ধসেন সূরির উপদেশ গ্রহণ করতঃ পৃথিবীর ভার হরণ কবিবেন এবং তৎকর্ত্তৃক চলিত অব্দ স্থকিত হইয়া নব অব্দ স্থাপিত হইবেক।" ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে, বর্দ্ধমান বা মহাবীরের ৪৭০ বৎসর পরে সম্বৎ স্থাপিত হয়। এই প্রমাণ শ্বেতাম্বর জৈনেরা গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কর্ণেল উইল ফোর্ডও তাঁহার পণ্ডিতগণ বীর বা বীর বিক্রমকে বিক্রমাদিত্য স্থির করিয়াছিলেন। তাহাতে ৪৭০ বৎসরের ভ্রম হইয়া উঠিয়াছে। "শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্যের" মতানুসারে বল্লভীরাজ শিলাদিত্য বিক্রমের ৪৪৭ বৎসর পরে (৪২০ খ্রীঃ অঃ) সৌরাষ্ট্রে

হইতে বৌদ্ধদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া শত্রুঞ্জয় এবং অন্যান্য তীর্থ স্থান পুনগ্রহণ করতঃ জৈন মন্দির সমূহ, সংস্থাপিত করেন। আজি কালি, উইল ফোর্ডের কথায় কেহ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সকল কথা এক্ষণকার ভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খণ্ডন করিয়াছেন।

"রাজতরঙ্গিণীতে" লিখিত আছে, খ্রীষ্টীয় পাঁচ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীতে রাজ্য করেন। এবং তিনি মাতৃগুপ্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে কাশ্মীরের শাসন-কর্ত্তার পদ প্রদান করেন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে, বিক্রমাদিত্য একশত বৎসর রাজ্য করিয়া ৫৪১ খ্রীঃ অব্দে পরলোক গত হয়েন।

উইলসন সাহেব হর্ষ বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে "আশিয়াটিক রিসার্চেস" পুস্তকে লিখিয়াছেন, শকারি বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে এই নামধেয় আর এক জন ভূপালের নাম পাওয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বিশেষ বিবরণ কিছুই লেখেন নাই। মুসলমান লেখকগণ বিক্রমাদিত্যের পুনঃ পুনঃ নামোল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য কোন বিষয় জ্ঞাত ছিলেন না।

কহ্লণ পণ্ডিত "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গে যে বিক্রমের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শকাব্দা স্থাপনের পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহাঁকে কবিবন্ধু ও বিবিধ গুণমণ্ডিত

বলা হইয়াছে। তাঁহার মাতৃগুপ্ত, বেতালমেন্থ, এবং ভর্ত্তৃমেন্থ সভাসদ্ ছিলেন। "মেন্থ" নিঃসন্দেহ ভট্টশব্দ-বাচক, তাহা হইলে বেতালমেন্থ এবং ভর্ত্তৃমেন্থ, বেতালভট্ট, ও ভর্ত্তৃভট্ট। কোন কোন জৈন গ্রন্থে "মেন্থ" শব্দ মেন্ত্র লিখিত আছে। "বিশ্বকোষ" অনুসারে সংস্কৃত-ভাষায় মেন্ত্র অর্থ প্রধান। বেতালভট্ট বিক্রমের নব-রত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী এবং ভর্ত্তৃহবি "নীতিবৈরাগ্য" ও "শৃঙ্গার শতক" গ্রন্থকার। ইনি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাতৃগুপ্ত কে? "রাজতরঙ্গিণীর" তৃতীয় তরঙ্গ ১০২ হইতে ২৫২ শ্লোক মধ্যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণে মাতৃগুপ্তের বিষয় লিখিত আছে। তিনি সু-প্রসিদ্ধ কবি এবং কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা। মাতৃগুপ্ত কালি-দাসের অপর একটি নাম। কিন্তু পুরুষোত্তম কৃত "ত্রিকাণ্ড শেষ" মধ্যে কালিদাসের—রঘুকাব, কালিদাস, মেধা-রুদ্র এবং কোটিজিত্ এই ৪টি মাত্র নাম লিখিত আছে। মাতৃগুপ্তকৃত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই, অথচ তাঁহাকে কহ্লণ প্রধান কবি বলিয়াছেন। রাঘবভট্ট শকুন্তলার টীকা মধ্যে মাতৃগুপ্তাচার্য্যের কতিপয় অলঙ্কারের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। তৎপাঠে বোধ হয়, সে গুলি প্রধান কবি রচিত এবং কালিদাসের লেখনী-নিঃসৃত হইলেও শোভা পায়। রাজা প্রবরসেনের মনোরঞ্জনার্থ

কালিদাস "সেতু কাব্য," নামক প্রাকৃত কাব্য রচনা করেন।

"সেতুপ্রবন্ধ" কাব্যের টীকাকার, রামদাস কহেন, বিক্রমাদিত্যের আজ্ঞানুসারে কালিদাস উক্ত কাব্য রচনা করেন। যথা—

"বীরাণাং কাব্য চর্চ্চা চতুরিমবিধযে বিক্রমাদিত্য বাচাযকক্রে কালিদাসঃ কবি মকুটবিধুঃ সেতুনাম প্রবন্ধং। তদ্যাসব্যা সৌষ্টবার্থং পরিষদি কুরুতে বামদাসস্য এব গ্রন্থঞ্জলাল দীন্দ্রক্ষিতিপতিবচসা রামসেতুপ্রদীপং।"

সুন্দরকৃত "বারাণসী দর্পণ" টীকাকার রামাশ্রম কালিদাসকে "সেতুকাব্য" রচক বলিয়াছেন, বৈদ্যনাথকৃত "প্রতাপরুদ্র," দণ্ডীপ্রণীত "কাব্যাদর্শ" এবং "সাহিত্যদর্পণ" গ্রন্থে "সেতুকাব্যের" শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। "সেতুকাব্য" বিতস্তা নদীর উপরে প্রবরসেন নৃপতি যে নৌ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। ইনি "অভিনব" বা দ্বিতীয় প্রবরসেন। ইহাঁর পিতামহ শ্রেষ্ঠসেন "রাজ-তরঙ্গিণীর" মতে "প্রথম প্রবরসেন" নামে বিখ্যাত। পিন্সেপ এই দুইজন ভিন্ন অন্য কোন প্রবরসেনের নাম লেখেন নাই। দ্বিতীয় প্রবরসেন মাতৃগুপ্তের পরে কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের প্রবল প্রতাপান্বিত নৃপতি হর্ষবর্দ্ধন বা শিলা-

দিত্যের সভাসদ্ কবিবাণ "হর্ষচরিতে" প্রবরসেনের ও "সেতুকাব্য" প্রণেতা কালিদাসের এইরূপ প্রশংসা করিয়াছেন যথা,—

কীর্ত্তিঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোজ্জ্বলা
সাগরস্য পরং পারং কোপিসেনেবসেতুনা।
নির্গতাসু ন বাকস্য কালিদাসস্য সূক্তিষু
প্রীতির্মধুরসার্দ্রা সুমঞ্জরীষিবজায়তে॥

এই কালিদাস যদি প্রবরসেনের সমকালিক হয়েন, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি এবং মাতৃগুপ্ত এক ব্যক্তি, তাহা "রাজতরঙ্গিণীর" প্রমাণে ঠিক হইতেছে, এবং ইনিই মহাকবি কালিদাস—একথা ভাওদাজী লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে আমাদিগের মহা সংশয় উপস্থিত হইল। এক্ষণে কালিদাসকে লইয়া মহা প্রমাদ উপস্থিত। বিক্রমাদিত্যও অনেকগুলি—তাহার মধ্যে উপরের লিখিত বহুবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রমাণে শকারি বিক্রমাদিত্য, একজন পৃথক ব্যক্তি। কথিত আছে, মগধেশ্বর, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য মুলতানের নিকটস্থ কারুর নামক স্থানে শকগণকে পরাজিত করতঃ "শকাব্দা" স্থাপন করিয়াছেন। আমরা বাল্যকালে জানিতাম, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে দমন করিয়া অব্দ স্থাপন করেন ও

তাঁহার নবরত্নের সভায় কালিদাস ৫৭ খ্রীঃ পূঃ বর্ত্ত-মান ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে সে বিষয় খণ্ডন হইতেছে, এবং কালিদাসকে আধুনিক স্থির করিবার চেষ্টা পাওয়াতে অনেকেই আমাদিগের উপর বিরক্ত হইবেন, কিন্তু আমরা বিচারমল্ল হইয়া বিবাদ করিবার জন্য সাহিত্য-রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান হইতেছি না। আমরা যেখানে যে প্রমাণ পাইলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি, তাঁহারা দেখুন কালিদাসের বিষয়ে কিরূপ সংশয় হয়। এরূপ প্রবাদ আছে, বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসের উপর অতীব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন। "রাজতরঙ্গিণীর" মতে হর্ষ বিক্রমাদিত্য মাতৃগুপ্তকে কাশ্মীর রাজ্য প্রদান করেন, তাহা হইলে মাতৃগুপ্ত আমাদিগের কালিদাস, এবং উল্লিখিত জনশ্রুতিও সম্পূর্ণ সত্য। মাতৃগুপ্ত কাশ্মীর দেশে ৪ বৎসর ৯ মাস এক দিবস রাজ্য করিয়া, বিক্রমাদিত্য পরলোক গত হইলে, উক্ত রাজ্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রবরসেনকে উহা প্রত্যর্পণ করতঃ যতি ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বারাণসীতে আগমন করেন। এবং প্রবরসেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া "সেতু কাব্যে" তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। মাতৃগুপ্ত স্ত্রীর বিরহে কাতর

হইয়াছিলেন, এটি মেঘদূতের ঘটনার সহিত ঐক্য হইলে কবির স্বীয় বিবরণ বলিলেও হয়। তিনি আপন শোক যক্ষমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং রামগিরির শৃঙ্গে বসিয়া আষাঢ়ের একখানি নবীন মেঘকে স্বীয় প্রেয়সীর নিকট বার্ত্তা লইয়া যাইতে বলিয়াছেন। কবি প্রিয়াবিরহ মেঘদূতে বিন্যস্ত করিয়াছেন, এজন্য স্বভাবতঃ তাঁহার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছিল, তাহা উত্তম রূপে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর নাম কমলা ছিল। কালিদাস যেরূপ হিমালয়ের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কথনই এতাদৃশ উৎকৃষ্ট হইত না, ইহাতে বোধ হয়, তিনি কাশ্মীর প্রদেশে অনেক কাল বাস করিয়াছিলেন।

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্তব্য, যদি মাতৃগুপ্ত আমাদিগের মহাকবি কালিদাসের নামান্তর হয়, তাহা হইলে তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা এই প্রমাণ সংস্কৃত এক মাত্র প্রামাণিক পুরাবৃত্ত "রাজতরঙ্গিণী" হইতে গ্রহণ করিলাম।

মল্লিনাথ সূরি "মেঘদূতের" চতুর্দ্দশ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, কালিদাস দিঙ্নাগাচার্য্য এবং নিচুলের সমকালিক ছিলেন। দিঙ্নাগাচার্য্য কালিদাসের

সহাধ্যায়ী এবং প্রিয়বন্ধু ও ন্যায়সূত্র বৃত্তিকার। কালিদাস "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক," "বিক্রমোর্ব্বশী-ত্রোটক,"* "মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক," "নলোদয়," "শৃঙ্গারতিলক," "শ্রুতবোধ" এবং "সেতুকাব্য" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার মধ্যে "রঘুবংশ," "কুমারসম্ভব," "মেঘদূত," "ঋতুসংহার," "শকুন্তলা," "বিক্রমোর্ব্বশী," "মালবিকাগ্নিমিত্র" এবং "শ্রুতবোধ," বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

"পুষ্পেষু জাতী, নগরেষু কাঞ্চী, নারীষু রম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণু।
নদীষু গঙ্গা, নৃপতৌচ রামঃ, কাব্যেষু মাঘঃ, কবি কালিদাসঃ"